R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬৮
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৪২১ ১০ই ডিসেম্বর, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

তৃণমূল সংগঠনে এলোমেলো অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত লোকসভা নির্বাচনের পর জঙ্গিপুর এলাকায় তৃণমূলের নেতা নির্ধারিত হন ইমানী বিশ্বাস। নতুন দায়িত্ব পেয়েই ইমানী পুরোনো দিনের কর্মীদের বিনা নোটিশে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সেখানে তার পছন্দের লোকেদের নিয়োগ করেন। যা গণতন্ত্র বিরোধী বলে দলের সচেতন কর্মীরা মনে করেন। তুঘলকির প্রতিবাদ জানিয়ে অনেক কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। দলের মধ্যে চরমভাবে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ইমানী বিশ্বাসের রোষানলে বাদ পড়েন রঘুনাথগঞ্জ–১ ব্লক সভাপতি তাঞ্জিলুর রহমান। সেখানে দায়িত্ব পান উমরপুরের বাবলু সেখ। একইভাবে রঘুনাথগঞ্জ–২ –এ সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় চয়ন সিংহরায়কে। দায়িত্ব পান মহঃ ওয়াজেদ আলি। জঙ্গিপুর পারে পুর এলাকার দায়িত্ব পান আসরাফুল সেখ। এমনিভাবে বাদ যান ফরাক্কা ব্লকের সোমেন পান্ডের সঙ্গে অনেকে। বর্তমানে কংগ্রেস থেকে বের হয়ে এসে মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতির দায়িত্ব পান মান্নান হোসেন। তিনিও ইমানীর কায়দায় কোন রকম নোটিশ না দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ–১ ব্লক সভাপতির পদ থেকে বাদ দিলেন বাবলু সেখকে। ঐ পদে দায়িত্ব পেলেন মান্নান হোসেনের মতো কংগ্রেস ত্যাগী মঞ্জুর আলি। একইভাবে বাদ গেলেন রঘুনাথগঞ্জ–২ ব্লক সভাপতি মহঃ ওয়াজেদ আলি। নতুন দায়িত্ব পেলেন ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস। বর্তমানে মঞ্জুরের সুপারিশে জঙ্গিপুর এলাকায় যুব সভাপতির পদটি সক্রিয় করার চেষ্টা চলছে। সেখানে দায়িত্ব পাচ্ছেন জঙ্গিপুর পুর এলাকার জয়রামপুরের বিতর্কিত ব্যক্তি পুলিশ হত্যার অন্যতম অভিযুক্ত ওয়াখিল আহমেদ বলে খবর। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুর পুর এলাকার সভাপতি আসরাফুল সেখ জানান, এই ধরনের খবর আমাদের কাছেও এসেছে। আগে ঐ পদের দায়িত্বে ছিলেন সত্যনারায়ণ সূত্রধর (ডাকু)। তারই তৎপরতায় জঙ্গিপুরে অফিস গড়ে ওঠে। মাঝে পদটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে নতুনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিলে জেলা যুব সভাপতি অশেষ ঘোষ নিশ্চয় আমাদের জানাতেন। আসরাফুল আরো জানান, "অনেক পরিশ্রম ও নিজের অর্থ ব্যয় করে পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে ওয়ার্ডগুলো সজানো শুরু করেছি। এর মধ্যে ৩, ৬, ১০–এ আমাদের আধিপত্য বাড়াতে সক্ষম হয়েছি।' বর্তমানে তৃণমূলে ঢোকার জন্য জেলা সভাপতির বাড়ীতে ভিড় জমলেও নেতাদের দ্বিচারিতায় কর্মীদের মধ্যেও একতা–শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। যেমন নেই মান্নান হোসেন –– ইমানী বিশ্বাসের মধ্যে।

যুব সংসদ ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঃ বঃ সরকারের পরিষদীয় বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে ও জঙ্গিপুর পুরসভার পরিচালনায় ৩ ডিসেম্বর পুর হলে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিধায়ক মহঃ সোহরাব। যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল ও দ্বিতীয় জঙ্গিপুর হাই স্কুল। প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় প্রথম জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা। অনুষ্ঠানে এলাকার ছাত্র–ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অম্বুজাপদ রাহা।

ল্যান্ড ফোন সব অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর ও আশপাশ এলাকায় ল্যান্ড ফোনগুলো ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে অচল হয়ে পড়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, টেলি দপ্তরের অটো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার খারাপ থাকায় হাই ভোল্টেজে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ চালু রাখা যাচ্ছে না। শুধু মোবাইল লাইন চালু আছে। প্রয়োজনীয় টেকনিসিয়ানের অসহযোগিতায় এই বিপর্যয় বলে জানান ঐ দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মী। বর্তমান পরিস্থিতি উচ্চ দপ্তরে জানানো হয়েছে।

আবার এন.আই.এ. টীম

নিজস্ব সংবাদদাতা : এন.আই.এ. টীম আবার রঘুনাথগঞ্জ –২ ব্লকের সম্মতিনগর এলাকায় দু'দিন ধরে তদন্ত করে গেল। সঙ্গে ছিল চক সাহাজাদপুরের ইট ব্যবসায়ী মহবুল সেখের ভাড়াটিয়া সাজিদ সেখ। এখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে বালাদেশে ধরা পড়ে মুখে কাপড় ঢেকে তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে তাকে দেখা যায়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪২১

।। বিসমীকরণ ।।

মধ্যযুগে দেশ যখন যুগসঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছিল তখন এক মহান ব্যক্তিত্ব সেই যুগসন্ধিক্ষণে শোনাইয়া ছিলেন তাঁহার জীবনের কষ্টি পাথরের নিকষিত এক সত্য বাণী--আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। অর্থাৎ যাহা নিজে করিতে পারিবে, যাহার প্রতিফলন নিজের জীবনে ঘটাইতে পারিবে তাহাই অপরকে করিবার উপদেশ বা নির্দ্দেশ দিবে। উপদেষ্টার জীবনযাত্রা এবং জীবনাদর্শ হইবে সমাজের অন্যান্যদের আদর্শ,পালনীয় পথনির্দ্দেশিকা। তাহার জীবনচর্চা হইবে জীবনের মূর্ত্ত বাণীরূপ। সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুস্কৃতিদের প্রতিহত করিবার জন্য এই রকম দেবদারু সদৃশ দিশারী মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যুগে যুগে। তাহারা শোনাইয়াছেন আর্ত্ত মানুষকে, বিপর্যস্ত মানুষকে আশা আশ্বাসের কথা। তাহাদের মুখনিঃসৃত কথার সহিত ব্যক্তিগত জীবন চর্চার তফাৎ ছিল না। তাহারা ছিলেন সেদিনের যুগ মানসের প্রতিচ্ছবি, যুগ চিন্তার পথিকৃৎ।

কিন্তু আজ ? অতীত দিনের বাক্যবন্ধটি তাহার ধার হারাইয়া ফেলিয়াছে। সময়ের বহমান স্রোত পড়িয়া সে বাণী অবক্ষয়ের ভাটিতে ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রজন্মের মানুষের নিকটে তাহা বস্তাপচা শব্দ বলিয়া বিবেচিত। মধ্যযুগের অন্ধকার পারিপার্শ্বের মধ্যে দাঁড়াইয়া কোন এক কবি উচ্চারণ করিয়াছিলেন--সবার উপরে মানুষ সত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেণেসাঁস সেই সত্যকে আরো বেশি করিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। মানবতাবাদ হইয়াছে যুগধর্ম ! মানুষের ধর্ম মানব ধর্ম। যাহাকে ধারণ করিয়া থাকি তাহাই ধর্ম। মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতাবোধ এখন কথার কথা মাত্র। তাহা বলিতে ভাল, শুনিতেও ভাল। কেননা শব্দবন্ধটি বেশ ওজনদার মুখভরা উচ্চারণ। আজ আমরা যাহারা মানুষের কথা বলি, মনুষ্যত্বের কথা বলি, মানবিকতার কথা বলি তাহার মধ্যে শূন্য কুম্ভোর আওয়াজ ছাড়া বোধ হয়, কিছুই নহে। কোন একজন কবি বোধ করি, সেই জন্য এই যুগের মানুষকে বলিয়াছেন 'ফাঁপা মানুষ'। মিথ্যা কিংবা অর্দ্ধসত্য বলা এই যুগের রীতি। যাহা বলি তাহা করিনা আর যাহা করি তাহা বলিনা।

মনে হয় অন্ধকারে অর্ধ সত্য সকলকে জানিয়ে দেবার নিয়ম এখন আছে অথবা বলিতে পারা যায় 'এখন মানুষের কাছে আলো আঁধারের এর এক রকম মানে। জীবন হইতে ঋতম শব্দটি মুছিয়া যাইতেছে। আজ মুখে যাহা বলা হইতেছে তাহা মনের কথা নয়। কাজে ও কথায় কখনো স্ববিরোধীতা আবার কখনো দ্বিচারিতা বৈলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

একটি বড় সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে মানুষ চরিত্রের 'অদ্ভুত দ্বিচারিতা'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সম্প্রতি। কয়েকটি উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে। পণ প্রথার বিরুদ্ধে অনেকেই 'কনভেনসন' ডাকিয়া সোচ্চার হইয়া উঠেন, আবার তিনি গোপন অলিখিত চুক্তিতে কন্যার পিতার নিকট পণের টাকা আদায় করেন। যে স্ত্রীকে সকাল বেলায় যা দেবী সর্বভূতেষু বলিয়া স্তুতি করা হয়, সন্ধ্যায় মদ্যপানাসক্ত স্বামী ষষ্টি দিয়া তাহার অঙ্গ সেবা করেন। এ দেশের নোটের গায়ে উল্লিখিত 'সত্যমেব জয়তে' শব্দবন্ধগুলি সত্যকে মুখ টিপিয়া হাসে যেখানে কালো টাকার অনুপাত নাকি শতকরা চল্লিশ ভাগ। রাজনৈতিক নেতারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহা শ্রুতির মধ্যেই থাকিয়া সময়ের ব্যবধানে থিতাইয়া যায়। মানুষ গড়িবার দায় ও দায়বদ্ধতা যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহারা শ্রেণীকক্ষে দাঁড়াইয়া যে অমৃত বাণী দিয়া থাকেন--তাহাদের জীবন চর্চায় তাহা প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে পুরাতন প্রবাদপ্রতিম বাক্যগুলি তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ হারাইয়া ফেলিতেছে। ষ্টীফেন লিকক্ তাহার এক নিবন্ধেও সেই কথা বলিয়াছেন--। আগে ধারণা ছিল--চক্ চক্ করিলেই সোনা হয় না। সোনার গুণগত ও বাহ্যিক মূল্য আছে। সোনার বিকল্প কোন কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এখন এই প্রবাদটি তাহার অর্থ হারাইয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে শোনা যায়--যাহা চক্ চক্ করে তাহাই সোনা। অন্যার্থে--বাহ্যিক চাক-চিক্কই হইতেছে বড় কথা, সময় কালের বিচার্য বিষয় ! ইনট্রিনসিক ভ্যালুর তাৎক্ষণিক কোন দাম নেই। কেননা যুগটি ইমিটেশনের যুগ, আর এই যুগের মানুষ অনেকেই দাদাঠাকুরের ভাষায় কেমিক্যাল বাবু। ইহাদের বাহ্যিক রূপ এবং পোশাকে আশাকে মেকি জৌলুষ। এ সময়ের মানুষ শুধু ফাঁকা অন্তঃসারশূন্য নয়, বাহ্যিক জৌলুষে ভরা। তাহাদের ভিতরে বাহিরে যেমন পার্থক্য, কথা ও কাজে চিন্তায় ও চর্চায় তেমনি তফাৎ। দুয়ের সমীকরণ আজ নাই বলিলেই চলে।

দাদাঠাকুর ও ঝাঁকসু : দুই বিরল প্রতিভা

শান্তনু সিংহ রায়

কলকাতা কেবল ভুলে ভরা / সেথা বুদ্ধিমানে চুরি করে, বোকায় পড়ে ধরা' গ্রাম্য ভাষায় রচিত ছড়াটি খুব জনপ্রিয়। দাদাঠাকুরের রঙ্গ-রসাত্মক ছড়াটি এক সময় লোকের মুখে মুখে ঘুরত।

জঙ্গিপুর ও রঘুরনাথগঞ্জ দুই যমজ শহর। মধ্যে বহমান ভাগীরথী। দুই পাড়ে দুইজন কৃতি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। একজন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, যিনি 'দাদাঠাকুর' নামে খ্যাত। অন্যজন ধনঞ্জয় মণ্ডল ওরফে 'ঝাঁকসু'।

দাদাঠাকুরের পৈতৃক নিবাস রঘুনাথগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী দফরপুর গ্রামে হলেও জীবিকার জন্য শহরে চলে আসেন। স্থাপন করেন 'পণ্ডিত প্রেস।' যা পরে শতবর্ষ অতিক্রমকারী জঙ্গিপুর সংবাদের কার্যালয়ে পরিণত হয় (বর্তমানে দাদাঠাকুর প্রেস)। বহু ভারত বিখ্যাত মানুষের পদধূলি এখানে পড়েছে। 'কলকাতার ভুল, টাকার

(৩ পাতায়)

জঙ্গিপুরের পুরাকথা

হরিলাল দাস

সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে এই জনপদের নাম করা হলে তো সে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। তার আগেই মানসিংহ সুবে বাংলায় অভিযান করেছিলেন। আর ফৌজ ঘাঁটি হিসেবে তখন থেকেই গুরুত্ব এই এলাকার। ভাগীরথী নদিপথে নৌ বাণিজ্যের এক ঘাঁটি ছিল এখানে। কালক্রমে রেশম শিল্প এখানে প্রসারিত হলে বিদেশেও একটি পরিচিত পায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ভ্যালেন্টিনা জঙ্গিপুরকে রেশমকেন্দ্র বলে বর্ণনা করেছেন The greatest silk station of East India Company, with 600 furnaces giving eomployment to 3000 persons.

বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন মুর্শিদাবাদ জেলাতে সেভাবে ব্যাপ্তি লাভ করেনি বলা হয়। তার কারণ হিসেবে বলা হয়, চরমপন্থী ও নরমপন্থী মনোভাবসম্পন্ন নেতারা পরস্পরে মত পার্থক্য কমিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপাতে পারেন নি। জনপ্রিয় নেতৃত্বের অভাব ছিল। আর এই জেলাবাসীর সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব। ফলে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ব্রিটিশ সরকারকে সেভাবে আঘাত দিতে পারেনি এই জেলায়। এই প্রেক্ষিতে জঙ্গিপুরে যে স্বাধীনতাকামী মানুষেরা যা করেছিলেন তারও তথ্যভিত্তিক আলোচনা সেভাবে হয় নি।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। তার দশ বছর পর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বহরমপুরে। আর তারও দশ বছর পরে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে--যা সমগ্র আন্দোলন এক চালিকা শক্তি হয়ে কাজ করে। সেই আন্দোলন উত্তাল সময়েও, অনেক বিলম্বে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয় বহরমপুর শহরে। এবং সেই বছরেই জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। সেই মহকুমা কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সিদ্ধিকালী গ্রামের বিজয়কুমার ঘোষাল, বাইন্ধ্যার দুর্গাশঙ্কর শুকুল, স্যাণ্ডার শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চনতলার বলেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপতিভূষণ দাস, হিলোড়ার দিবাকর ঘোষ হাজরা, সাগরদিঘির মধুসূদন মার্জিত, ছোটকালিয়ার বিষ্ণুপদ রায়, বালিঘাটার বিদগ্ধগোপাল দাস, বাড়ালার বিজয়গোপাল ঘোষ, জরুরের রোহিণীকুমার রায়, রঘুনাথগঞ্জের মৃণাল দেবী, প্রদ্যোৎ কুমার সাধু (পেনি বাবু), অমিয় রায়, সাকেতরঞ্জন ব্রহ্ম, ব্যোমভোলা সেন, প্রভাস সেনগুপ্ত, সর্বময় দেব সরকার, শম্ভুচরণ রায়, জোতকমলের বসন্ত সরকার প্রমুখ।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি চরকা আন্দোলন প্রবর্তন করেন গান্ধিজী। এই আন্দোলন খাদি আন্দোলন নামেও পরিচিত। চরকা সংঘ বা খাদি আন্দোলন কেন্দ্রগুলো ছিল মির্জাপুর, সিদ্ধিকালী, বাইন্ধ্যা, ধুলিয়ান, কাঞ্চনতলা প্রভৃতি স্থানে। চরকায় সুতো কেটে খদ্দর ব্যবহার প্রচার

(৩ পাতায়)

আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা জঙ্গিপুরের পুরা কথা ..... (২ পাতার পর)

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

আমরা নাকি সমাজবদ্ধ জীব এবং সভ্য নাগরিক। আমরা সরকারে বা বিরোধীপক্ষে, সকারে বা বেকারে, দেশে বা বিদেশে, যৌবনে বা বার্ধক্যে, ভোজের বাড়িতে, শ্মশানে সৎকারে এসে, মন্দির, মসজিদ। গীর্জায় ধর্ম করতে গিয়ে, ব্যবসার ক্ষেত্রে, রাস্তা ঘাটে, দিনে বা রাতে, বাড়ীতে বা বাইরে যা সব কাণ্ডকারখানা করি তা কিছু ক্ষেত্রে গর্বের কারণ হলেও প্রায় নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে জলমেশানো ভণ্ডামী অথবা চরম স্বার্থপরতার অসভ্যতামী। আরো যেটা চিন্তার ব্যাপার, যারা অতি কম সংখ্যায় প্রতিবাদ করে, সংগ্রামী চেতনার কথা বলে, প্রতিরোধ করতে চায়--সমাজ তাদেরকেই যত গণ্ডগোলের মূল বলে চিহ্নিত করে দমিয়ে দেয়। ফলে দ্রুত প্রতিবাদী চরিত্র হারিয়ে যাচ্ছে। তার জন্য অবক্ষয়, অনাচার, শোষণ, স্বার্থপরতার অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে দিন দিন। আজকের কিশোরদের একটা বড় অংশ ডেনড্রাইট শুঁকে; স্কুলে যাবার নামে, প্রাইভেট পড়ার নামে প্রেমে মজে থাকছে অন্য কোথাও। মদে ডুবে গেল গোটা দেশ। একবার পরিসংখ্যানে লিখেছিলাম এক জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জে প্রতিদিন যে পরিমাণ দেশী চোলাই ও বিলিতি মদ বিক্রি হয় তা বেশ কয়েক লক্ষ টাকার। তাহলে সেসব বাড়ীর ছেলেরা কি নেতাজী বা স্বামীজীর বই পড়বে ? বাচ্চা মেয়েরা স্কুল পালিয়ে বালির চড়ে নোংরামী করে বেড়াচ্ছে। সকলের হাতেই মুঠো ফোন। বাবা মায়েরা কিনে দিয়ে খালাস। কখনো দেখে না এদের ঘনঘন ফোন কে করছে বা কাকে করা হয়েছে। একবারও মনে আসেনা মেয়েটা পড়তে গিয়ে বা স্কুলে গিয়ে অন্য কোথাও গেল কিনা দেখি। আজকাল টিফিনে পালিয়ে যাওয়া জলভাত। এদের সামনে কোনও শুভ দৃষ্টান্ত নাই। বাড়ীর পরিবেশেও ভোগ আর দুর্ভোগের আস্তাকুঁড়। একটা জামা চায়লে পাঁচটা দেওয়া হয়। ছোট ছোট ব্যাপারে চাহিদা পূরণের যে সফলতা তাকে বুঁদ করে রাখে--একটা সময় আঘাত পেলে তা আর সহ্য হয় না। বিষ খায় নাহয় ঝুলে পড়ে। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতেও শেখাতে হয়। যারা বাস্তবতার মধ্যে, টানাটানির মধ্যে মানুষ, দেখা যায় সেখানে আত্মহত্যার প্রবণতা নেই বললেই চলে। আদর্শ, চরিত্র এসব আজ সাহিত্যে, সিনেমায়। তাও বড় বড় সাহিত্যিক আজকের মজার দিনে, যৌনতা ছাড়া জীবনে অন্য সাধনা করেননি। সেদিন টি.ভি.তে এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, সেই সময় অবশ্যই আমি পাস্ করছিলাম। আলোচনা চলছিলো রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। উনি আরো বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ চুটিয়ে প্রেম করেছেন। এ ফুল সে ফুলে।' এই প্রেমই নাকি কবিকে রচনায় সাহায্য করেছে। আন্তরিক করেছে। অর্থাৎ একদল সানাইবাদক কোলকাতা থেকে বিভিন্ন জায়গায় পোঁ ধরে আছে--বাকী কল্যাণময়, অকলঙ্কিত আছে, তাকে টেনে নামাও। এর জন্য এরা নাকি পয়সাও পায়। আমাদের দেশে মেয়েরা কি শিখছে ? জঙ্গিপুর বলে না, সীমান্ত এলাকার থানায় পোস্টিং পেতে গেলে মোটা টাকা খরচ করতে হয়। তা যদি হয় তাহলে জেলা বা রাজ্যস্তরে এদের বিরুদ্ধে কিছু গোপন তথ্য দিয়ে অভিযোগ করেন, তার প্রতিকার তো হবেই না উল্টে ওরাই অভিযুক্ত দারোগাকে সব বলে দেবে। কোথায় বিচার ? রাস্তার ঝগবুটে মেয়ের মত প্রশাসনের সর্বোচ্চ মাথা নোংরা ভাষায় অন্যদের আক্রমণ করছে। অন্য অফিসারদের ক্ষমতা আছে ভিনপথে চলার ? তারা দেখছে কি দরকার। তামাকও খাই দুদুও খাই। একজন শিক্ষক অধ্যাপক বেতন পান ৫০ হাজার, ১ লক্ষ। দিনে শিক্ষার্থীদের জন্যে কতটুকু করেন ? মনে তৃপ্তি পান কি ? বিবেক কি বলে ? রাজ্যের বা কেন্দ্রের কোষাগার জনপ্রতিনিধিদের জন্যে মোটা টাকা ব্যয় করে। কিন্তু তারা কি কাজ করেন ? রাজ্যপাল বা ঐ রকম কিছু পদ আছে যা অপ্রয়োজনীয় আ-পদ। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এই হতভাগ্য দেশে ঐসব সাদা হাতি পুষে মরছে। আর এই দুর্গতি চুঁইয়ে নামতে নামতে একদম শেষেতে এসে ঠেকেছে। একজন শ্রমিক আগে ৪০/ ৫০টাকা মজুরীতে যে পরিশ্রম করে যতটা কাজ তুলেছে একজন কৃষক যতটা কাজ করেছে আজ ২৫০/৩০০ টাকা মজুরী নিয়ে তার সিকিও করেনা। নেতারা পাশে আছে। গান্ধী, মার্কস, লেনিন এই অন্নধ্বংসকারী কুঁড়েদের সমাজ চেয়েছিলেন ? ইতিহাস তা বলেনা। আলু, কুমড়ো, বেগুন চুরি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার রেশনের দ্রব্য, সারদার লুঠের টাকার বাটপাড়ি--সর্বত্র আজ চুরিটা শিল্প। বাচ্চা জন্মাচ্ছে সরকারী হাসপাতালে। সেই লেবার রুমে জঙ্গিপুরেই নেওয়া হয় ছেলে হলে ২০০ টাকা, মেয়ে হলে ১০০ টাকা। মরলে পরে লাশকাটা ঘরে অপেক্ষমান শোকে ভেঙে পরা মানুষের কাছে জোর করে আদায় করে পুলিশ ২০০, ডোম ২০০/১০০ যা পায়। সবাই জানে কেউ বলবেনা কিছু। চিকিৎসার জন্যে ভর্ত্তি হয়েছেন, ডাক্তার স্লিপ লিখে দিলেন। সব এনে নার্সের হাতে দিলেন। ওষুধেই টাকা মারলো দোকানদার কম দামী মাল দিয়ে। লিখেছে ৫ টা, দিলো ২ টা। আপনি তো দৌড়চ্ছেন কতক্ষণে দেবেন ওষুধটা। কেউ এসব দেখে না। রোগী ভালো হয়ে বাড়ী চলে গেলে, তখন কিছু ওষুধ ফেরৎ দেয়। বাড়াবাড়ি হয়ে কোলকাতা বা বহরমপুর চলে গেলে সবটাই রয়ে গেলে ওদের জন্যে। এ্যাম্বুলেন্সে মাল বইছে। ডাক্তাররা ক্যাম্পে যাচ্ছে। গুষ্টির পিণ্ডি করছে। আপনি বহরমপুর যান বেসরকারী গাড়িতে হাজার টাকা দিয়ে, কোলকাতা পাঁচ হাজার। বিনা টেণ্ডারে কাজ হচ্ছে কোটি টাকার পৌরসভায়। ঘুরে ফিরে একই গোষ্ঠি লক্ষ লক্ষ টাকা জমাচ্ছে। শহরের বাকী বেকাররা ন্যাবা চোখে দেখছে, গাঁজা টেনে বোম হয়ে থাকছে, বোতল বা ক্যারাম ধরিয়ে (শেষ পাতায়)

করা ছাড়াও এই কেন্দ্রগুলোর কর্মসূচী ছিল গ্রামের পুকুর সংস্কার, তালরস থেকে গুড় প্রস্তুত, প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ।

এই সব অহিংস কংগ্রেসী কর্মধারার পথ ছেড়ে সশস্ত্র বিপ্লববাদিও বেশ গতি পেয়েছে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিপ্লব--যা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নামে খ্যাত। এর পরেই দেশে আইন অমান্য আন্দোলন অনেক জোরদার হয়। সঙ্গে শুরু হয় ব্রিটিশ সরকারের দমনপীড়নের নীতি--পুলিশী অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। চড়কা কেন্দ্রগুলোতে হানা দিয়ে পুলিশ সেগুলো ভাঙতে থাকে, ধরপাকড় চলতে থাকে। জঙ্গিপুর মহকুমায় আইন অমান্য করা--আগাম নোটিশ দিয়ে ১৪৪ ধারা নিয়মত অমান্য করা হয়। সেই আন্দোলনে যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন এঁ্যারা হলেন মৃণাল দেবী, সাকেত ব্রহ্ম, ব্যোমভোলা সেন, সর্বময় দেব সরকার, ডাঃ ফণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ধরণী ঘোষ। পরবর্তীতে আরও যাঁরা বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁরা হলেন বিজয় ঘোষাল, দুর্গাশঙ্কর শুকুল (ইনি কিছু দিন আত্মগোপন করে ছিলেন), জগদিন্দ্র চৌধূরী, খুদু পণ্ডিত, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, হরিগোপাল ভঞ্জ, সুরেন দাস, দিবাকর ঘোষ হাজরা, রমণী মোহন রায় প্রমুখ।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৩৩৯) চলছে। ১৯৪২-এ আগষ্ট বিপ্লব ঘোষণা। এই বিপ্লবের ডাকে সারা দিয়ে এখানে যাঁরা কারাবরণ করেন তাঁদের মধ্যে সুধীর মুখোপাধ্যায় (সনা বাবু) রাম সেন (যাঁর নামে এখন খড়খড়ি সেতু), বরুণ রায়, কালীপদ ত্রিবেদী, শচীন্দ্র সেন, পুষ্পিতা নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সব মানুষগুলোকে নিয়ে অনুসন্ধান করলে প্রায় পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামে জঙ্গিপুরের ভূমিকা কী ছিল তার ইতিহাস রচিত হতে পারে। (চলবে)

দাদাঠাকুর ও ঝাঁকসু ..... (২ পাতার পর)

অষ্টোত্তর শতনাম বা ভোটামৃত ছড়ার আদলে রচিত হাস্য রসাত্মক লেখা আজও সমান জনপ্রিয়। 'কলকাতার ভুল' প্রথমে নলিনীকান্ত সরকারের কণ্ঠে এবং পরে বিখ্যাত টপ্পা গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পুত্র শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আকাশবাণী কলকাতায় প্রচারিত হয়। তাঁর জীবর্দ্দশায় ছবি বিশ্বাস অভিনীত দাদাঠাকুর চলচ্চিত্রটি 'জাতীয় পুরস্কার' লাভ করে। এটি একটি বিরল ঘটনা। অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষুরধার লেখনী, সহজ সরল জীবনযাপন, অকপট সত্যবাদিতা, নগ্নপদ দেহাতী শরৎ পণ্ডিতের জীবনছবি এই চলচ্চিত্রে ধরা পড়ে। বর্তমান প্রজন্ম দাদাঠাকুরকে জানেই না। অথচ জঙ্গিপুর ও দাদাঠাকুর বাইরের মানুষের কাছে সমার্থক। বাংলা তথা ভারতব্যাপী বিদগ্ধ মানুষজন এই 'বিদূষক'কে চেনেন।

অপরজন জঙ্গিপুর শহরের অনতিদূরে ধনপতনগরের ধনঞ্জয় মণ্ডল। যিনি 'ঝাঁকসু' নামেই বেশী পরিচিত। নিরক্ষর অনুন্নত চাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত 'ঝাঁকসু' 'আলকাপ' গানকে অসম্ভব জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছেন। তাঁর জীবন-আলেখ্য নিয়ে রচিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ' আজ চলচ্চিত্রায়নের পথে। পরিচালক রাজা সেনের নির্দেশনায় এ সময়ের দুই জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং পাওলি দাম এতে অভিনয় করছেন। উক্ত উপন্যাসের 'নাট্যরূপ' 'মায়া' ইতিমধ্যেই (বহরমপুর 'রেপার্টরী কর্তৃক) সারা বাংলার নাট্যমোদী দর্শকদের কাছে সমাদৃত।

এ যুগের ছেলেমেয়েরা এই দুই বিরল প্রতিভা সম্বন্ধে জানে না। স্থানীয় পুরসভা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কোন উদ্যোগও পরিলক্ষিত হয়না। রঘুনাথগঞ্জ বাসষ্ট্যাণ্ডে দাদাঠাকুরের মর্মরমূর্তি অনাদরে দণ্ডায়মান। বেচারা 'ঝাঁকসু'র কোন মর্মরমূর্তি এখনও নাই। এ দায় কার ? নমস্য ব্যক্তিদের না অপদার্থ কর্তা ভজাদের।

পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্ত

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)... প্রকাশনা জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নলিনীকান্তকে আশ্রমের কাজেও কমবেশী সাহায্য করেছিল। তিনি অবসর সময়ে আশ্রমের ছাপাখানায় প্রুফ সংশোধনের কাজে যুক্ত থাকতেন। বাংলা সাহিত্য পঠনের পাশাপাশি এই কাজও দীর্ঘকাল চালিয়ে গিয়েছিলেন নলিনীকান্ত। ৩৬ বছরের দীর্ঘ প্রবাসে নলিনীকান্তের অবশ্য সবচেয়ে বড় কাজ তাঁর রচনা। বাংলা আত্মজীবনীমূলক সাহিত্যে 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' ও 'হাসির অন্তরালে' দুইটি বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্তে-র জীবনের একটা বড় সময় কেটেছে এই লেখালেখির কাজেই। কাজটা শুধু লেখালেখিই নয়--আসলে নিরালায় নির্জনে পিছনের দিকে তাকানো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতির শুরুতে বলছেন--'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানিনা তবে যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। নলিনীকান্ত 'হাসির অন্তরালে' বইতে সেই ছবিই এঁকে রেখেছেন। বইটির নামেই পষ্ট যে হাসতে হাসতে জীবনযাপন করতে গিয়েও নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্ভার এই রচনা। বইটির প্রকাশকাল ৭ই আশ্বিন, ১৩৬১। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড। সেই বইতে যে সব অজস্র ঘটনার বিবরণ রয়েছে তার একটি একটু দেখা যাক--"কাঞ্চনতলার কাপ' গানটি গেয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন বলে যে একটুখানি গর্ব অনুভব করবো তার উপায় নেই। তিরস্কৃত হয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। জমসেরপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এসে দেখি নিমন্ত্রণ এসেছে আমার নিজের দেশ মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থেকে। এইখানেই আমাদের স্বনামধন্য দাদাঠাকুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী। আমার পল্লীবাস থেকে বারো মাইল। রঘুনাথগঞ্জে একটি প্রদর্শনীতে আমার গাইবার নিমন্ত্রণ। সেখানে গিয়ে দাদাঠাকুরেরই অতিথি হলাম। তিনিও এই অনুষ্ঠানে তাঁর হাস্যরস পরিবেশন করবেন। সকলেরই আগ্রহাতিশয্যে আমি 'কাঞ্চনতলার কাপ' গাইবো স্থির হল।

অনুষ্ঠানটির অধিবেশনের স্বল্পকাল পূর্বে দাদাঠাকুরকে কাণ্ডারী করে হাজির হলাম প্রর্দশনী কেন্দ্রে। দস্তুর মতো সাজপোশাক পরে অর্থাৎ পরনে লুঙ্গি, মাথায় টুপি হাতে লাটি নিয়ে আরম্ভ করলাম কাঞ্চনতলার কাপ। গান চলছে--সকলেই তো উপভোগ করছে এটাও বেশ বুঝতে পারছি। এমন সময় একজন মুসলমান ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে আমার গানের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। তাঁর বক্তব্য এখানে মুসলমান জাতিকে অপমান করা হচ্ছে। যেহেতু গায়কের মুসলমানি সাজপোশাক। সভায় গানের পরিবর্তে প্রতিবাদ আরম্ভ হলো। সকলেই সেই মুসলমান ভদ্রলোকটিকে অনুরোধ করলেন--গানটি শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য এবং তাঁকে বিশেষ ভরসা দিয়ে বললেন--এ গানের কোথাও মুসলমানের প্রতি অবমাননাকর কোনো উক্তি নাই। কিন্তু কে বা শোনে কার কথা ? ভদ্রলোকটি প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় আমার উদ্দেশ্যে যেসব শব্দ প্রয়োগ করলেন, সে সব শব্দ কোনো বাংলা অভিধানে তো নাইই উর্দু অভিধানে আছে কিনা বলতে পারি নে। চুলোয় গেল গান। হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে পৈত্রিক প্রাণটা ধরে নিয়ে ফিরে এলাম দাদাঠাকুরের বাড়ী। দাদাঠাকুর পৃষ্ঠপোষক হয়ে না থাকলে পৃষ্ঠ রক্ষা করাই সেদিন দায় হতো।

[হাসির অন্তরালে পৃষ্ঠা-১৪৫-১৪৭] .... (চলবে)

স্বখাত সলিলে ..... (৩ পাতার পর)

দিয়েছে নেতারা। অদ্ভুত পরিবেশ। চোর ডাকাত থানায় গেলে আপ্যায়ন, চা, সিগারেট। আপনি আমি গেলে আধ ঘণ্টা বসে থাকার পর মেয়েকে পাচ্ছিনা খুঁজে--বললেন। উল্টে বলে উঠবেন তার আমরা কি করবো। দেখুন পাড়ায় কোন্ ছোঁড়া নেই। ডাইরী লিখে যান। কোনও হৃদয় নেই --মমতা নেই কোথাও। গ্রামে গ্রামে সরকারী বাড়ী করার টাকা অর্ধেক দিয়ে দিতে হয় পার্টিকে। ১০০ দিনের কাজের রোজগার থেকে ওরা নেবে ৩০%। সেখানে সবদল একজোট। ২/৩ ঘণ্টা মাটি চুলকে (না কেটে) দিনে ২০০ টাকা, কম কথা। হাজার হাজার কোটি সেখানে রেশনের চালে, মিডডে মিলে, সব জায়গায় সারদার খেলা। একা পচে মরছে সুদীপ্ত। এদের দেখেই না সুদীপ্তও গিয়েছিলেন ! বিদ্যুৎ এর দাম বাড়ছে। যে, চুরি করেনা তার কাছে আদায় করো। এত ব্যাভিচার, লুঠপাটের প্রতিবাদ করলেই মাওবাদী। সঙ্গে থেকে ভাগ নিলে লোকে বলবে ফাওবাদী। কি করা যায় বলুন তো।

সমাজ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : র‍্যাগিং ও পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে এক সচেতনতা শিবির হয়ে গেল গত ৬ নভেম্বর 'শিবম এডুকেশন এন্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' অরঙ্গাবাদের হাঁপানিয়ায়। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট জজ কল্যাণ ব্যানার্জী ; এ্যাডিঃ ডিস্ট্রিক্ট জজ দেবাশিস ব্যানার্জী, জঙ্গিপুরের এস.ডি.ও প্রিয়াংকা সিংলা প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বয়ং জাকির হোসেন।

জঙ্গিপুর পুরসভার হাল হকিকৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় দু'জন সাব এ্যাসি. ইঞ্জিনীয়ারের পদে লিখিত পরীক্ষা হচ্ছে ১৩ ডিসেম্বর। বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর এলাকার প্রায় সর্বত্র রাস্তার কাজ চলছে। আড়াই থেকে তিন কোটি টাকার বাজেট। ঠিকাদারদের সাথে কথা হয়েছে -- যেমন টাকা আসবে সেভাবে পেমেন্ট হবে। এ তথ্য দেন পুরপতি।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয় -- লালগোলা মহারাজা রোড সম্প্রসারণে কাজের মান উন্নত নয়। রাস্তার ওপর ধুলো বালি পরিষ্কার না করে তড়িঘড়ি পীচের কাজ হচ্ছে -- এ ব্যাপারে চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্টিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

কুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।